দৈনিক সংবাদ

12

তারিখ ... 29 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

কম্যুনিটি স্কুল প্রকল্প ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের পর বাতিল

।। হাবিবুর রহমান স্বপন ।।

সাঁথিয়া (পাবনা), ২৮শে জুলাই-১৯৮১-৮২ অর্থবছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থ সাহায্যে যে কম্যুনিটি স্কুল প্রকল্প শুরু হয় তা প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের পর বাতিল করা হয়েছে। প্রায় ৩০ কোটি টাকা মূল্যের অডিও ভিসুয়াল সেটসমূহ অব্যবহৃত রয়েছে। আমদানি করা যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী গ্রামীণ বেকার জনগণ এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী যুবক-যুবতীদের উৎপাদনমুখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের স্বনিয়োজিত ও উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় দেশের ২শ'টি থানায় ৪শ' ২টি 'কম্যুনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২শ' ১টি বালক বিদ্যালয়ে ১৯৯৪ বর্গফুট আধাপাকা ভবন তৈরি বাবদ ব্যয় হয় ৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং সমান সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন তৈরির জন্য (প্রতিটি ১৩৮০ বর্গফুট) ব্যয় হয় ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। প্রকল্পটির সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের মহা-পরিচালককে।

প্রতিটি বালক বিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ট্রেড কোর্স, গৃহনির্মাণ ট্রেড ও কাঠের কাজ, কৃষি ট্রেড কোর্স ও হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড কোর্স এবং বালিকা স্কুলে সেলাই ও পোশাক প্রস্তুত ট্রেড কোর্স এবং খাদ্যপ্রস্তুত ও খাদ্য সংরক্ষণ ট্রেড কোর্স চালু করা হয়। প্রতি ট্রেডে ১২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৬ মাস হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে ৯৮ জন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়। এদের ৩ মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। কোর্স পরিচালনার জন্য কাঁচামাল ক্রয় বাবদ প্রতিমাসে প্রতিটি বালক বিদ্যালয়ে ১৫শ' টাকা এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১৪শ' টাকা দেয়া হয়। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে যথাক্রমে মে ১৯৮৩, জুলাই ১৯৮৪, জুলাই ১৯৮৫ এবং এপ্রিল ১৯৮৬ সাল হতে শহরের মাত্র ২৯টি স্কুলে কম্যুনিটি প্রকল্প চালু হয়।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং মূল্যায়ন মিশনগুলো বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রশিক্ষণ কোর্স সঠিকভাবে চলছে না, এমনকি কোন কোন স্কুলে আদৌ কোর্স চলছে না এই মর্মে রিপোর্ট করার পর ১৯৮৮ সালের জুন মাসে প্রকল্পটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বছর (১৯৮৯) প্রকল্পটি বাতিল করা হয়।

মূল্যায়ন মিশন এবং কর্মকর্তাদের দেয়া রিপোর্টে দেখানো হয় ঃ ব্যাপক প্রচার ও স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের অভাব, সাবেক উপজেলা পরিষদ এবং স্কুল কমিটির সমন্বয়ের অভাব, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ট্রেড শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগের অভাবে প্রকল্পটি বাস্তব রূপ পায়নি।

মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ১০ম শ্রেণী) পাঠ্যসূচীতে ট্রেড কোর্স চালু করে প্রকল্পটি বহাল রাখার সর্বশেষ যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা সুষ্ঠুনীতিমালার অভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট যে আধাপাকা ভবন নির্মাণ করেছে তা এবং সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অডিও ভিসুয়াল সেট ঃ জাপানি ঋণ সহায়তায় ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে ১৫শ' ৩০টি বিদ্যালয়ে যে অডিও ভিসুয়াল সেট সরবরাহ করা হয় তা এখন অব্যবহৃত রয়েছে। বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে সেটগুলো দেয়া হয় দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং রেডিওতে প্রচারিত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'রেকর্ড' করে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের তা শোনানোর জন্য। এই সেট পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। মূল্যায়ন মিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে শতকরা ৯৫টি বিদ্যালয়ের অডিও ভিসুয়াল সেট অব্যবহৃত রয়েছে। নষ্ট হয়েছে ১শ' ৬৭টি।

নলকূপ ও পায়খানা নষ্ট ঃ ইইসিভুক্ত দেশসমূহের অর্থ সাহায্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে যে ৫ হাজার ৬শ' নলকূপ স্থাপন করে তার শতকরা ৮৫ ভাগই এখন নষ্ট। প্রায় ২ হাজার পায়খানার অর্ধেকই এখন ব্যবহারের অনুপযোগী। যেহেতু এ সমস্ত নলকূপ এবং পায়খানা ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করেছে, সেহেতু স্থানীয় থানা প্রশাসন অথবা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এগুলো মেরামত করছে না।